# أهمية الصلاة

ويليها رسائل في الوضوء والغسل والطهارة

لفضيلة الشيخ العلامة

محمد بن صالح العثيمين

-رحمه الله تعالى-

# নামাযের গুরুত্ব

## ও পবিত্রতা হাছিলের উপায়

রচনায়:

শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছা- লেহ আল উছাইমীন।

(রাহিমাহুল্লাহ)

তরজমাঃ অনুবাদ বিভাগঃ

1404014 بنغالي

مكتب الدعوة بالسلي

الرياض - السلي - هاتف ٢٤١ ٤٤٨٨ - ٢٤١ ٠٦١٥ ناسوخ ٢٤١ ١٧٣٣

الحساب الموحد بمصرف الراجحي SA ٢٢٨٠٠٠٠٢٩٦٦٠٨٠١٠٠٧٠٥٠٩

www.islamnewlife.com

# নামাযের গুরুত্ব

**মুসলমান ভাইগণ!**

নিঃসন্দেহে ইসলাম "নামাযের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বকে" খুব বড় আকারে প্রকাশ করেছে, উহার আলোচনা ও তাৎপর্যকে খুব গুরুত্ব দিয়েছে এবং ইহার মর্যাদাকে সমুন্নত করেছে। মনে প্রাণে কালিমা শাহাদাতকে বিশ্বাস করার পরে এই নামাযই ইসলামের রুকনসমূহের মধ্য হতে সবচেয়ে বড় রুকন। যেমন নাবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:-

"بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ انْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ". (متفق عليه)

অর্থঃ ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিষের উপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রথমঃ এই কথার স্বাক্ষ দেওয়া যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার আর কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম) আল্লাহর রাসূল।

দ্বিতীয়ঃ নামায প্রতিষ্ঠা করা। তৃতীয়ঃ যাকাত প্রদান করা।

চতুর্থঃ রামাযান মাসে রোযা রাখা।

পঞ্চমঃ ক্বাবা শরীফে যেয়ে হজ্জ করা। (বুখারী ও মুসলিম)

১। নামায সকল প্রকার ইবাদতের মূল বা মা এবং আনুগত্য প্রকাশের সর্বোত্তম মাধ্যমঃ আর এ জন্যেই যথা সময়ে নামায আদায় করার জন্য, যথাযথভাবে নামাযকে সংরক্ষণ করার জন্য এবং নামাযকে সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কুরআন ও হাদীছ থেকে বহু স্পষ্ট দলীল এসেছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى ﴾ البقرة:٤٢)

অর্থঃ তোমরা যথাযথভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযকে এবং বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযকে সংরক্ষণ কর। (সূরা বাকরা:২৩৮)

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেছেনঃ

﴿وَأَقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ﴾ (البقرة:٤٢)

অর্থঃ তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত আদায় কর, আর রুকুকারীদের সাথে রুকু কর। (সূরা বাক্বরা:৪৩)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেনঃ

﴿إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ (المعارج: ٢٢-٢٣)

অর্থঃ **তবে তারা ব্যতীত, যারা নামায আদায়কারী। যারা তাদের নামাযে সার্বক্ষণিক কায়েম থাকে। (সূরা আল মাআরিজ:২২-২৩)**

২। দুনিয়া ছেড়ে সর্বোত্তম বন্ধু মহান আল্লাহ তা'আলার ডাকে সাড়া দেওয়ার পূর্ব মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ- সাল্লাম) তাঁর উম্মতের জন্য সর্বশেষ যে অছীয়্যাত করে গেছেন, তা হলোঃ

"الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ" (ابو داود، وصححه الألباني)

**অর্থঃ নামায, নামায এবং তোমাদের অধীনস্ত দাস-দাসীদের অধিকার আদায় করবে। (আবূ দাঊদ, আলাবানী উহাকে ছহীহ বলেছেন)**

৩। নামাযই হলো সর্বোত্তম আমলঃ রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) কে সর্বোত্তম আমল কোনটি? এ প্রশ্ন করা হলে- তিনি উত্তর দিয়েছিলেনঃ

"الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا" **অর্থঃ সময়মত নামায পড়া।**

৪। নামায হ'ল পবিত্রতা অর্জন করার এবং ক্ষমা পাওয়ার নদীস্বরূপ।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ارأيتم لو ان نهراً بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا" (متفق عليه)

অর্থঃ **রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ- সাল্লাম) বলেছেনঃ যদি তোমাদের মধ্যহতে কারো বাড়ির পার্শ্বে প্রবাহমান নদী থাকে, আর সে যদি ঐ নদীতে দৈনিক পাঁচবার গোছল করে, তাহলে কি তার শরীরে কোন ময়লা বাকী থাকবে? উত্তরে ছাহাবীরা বললেন, তার শরীরে কোন ময়লা বাকী থাকবে না। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ- সাল্লাম) বললেনঃ এটা হ'ল পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার দৃষ্টান্ত। যার দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালা বান্দার গুনাহ-খাতাহ মিটিয়ে দেন। (বুখারী ও মুসলিম)**

৫। নামায হ'ল বান্দার গুনাহ-খাতাহ মাফের কাফ্ফারা স্বরূপঃ এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ- সাল্লাম) বলেছেনঃ

"الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَالَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ" (رواه مسلم)

অর্থঃ "(একজন মুমিন বান্দার জন্য) পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং এক জুমু'আ হ'তে অন্য জুমু'আর মধ্যকার ছাগীরাহ গুনাহ সমূহের কাফ্ফারাহ স্বরূপ, যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ মুমিন বান্দাহ কাবীরাহ গুনাহের সাথে জড়িত না হবে।"

৬। দুনিয়ায় বান্দার নিরাপত্তা দানকারী এবং সংরক্ষণকারী হলো নামাযঃ এ প্রসঙ্গে জনাব রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেনঃ

"مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ" (رواه مسلم)

যে ব্যক্তি ফজরের নামায (জামা'আতের সাথে) পড়ল সে সারাদিন আল্লাহর নিরাপত্তায় থাকল। (মুসলিম)

৭। আল্লাহ তা'আলা এই নামাযের বিনিময় বান্দাহকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর অঙ্গীকার করেছেনঃ এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ- সাল্লাম) বলেছেনঃ

"خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ وَ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئاً اِسْتِخْفَافاً بِحَقِّهِنَّ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ" ... (رواه ابو داود والنسائي وهو صحيح)

অর্থঃ আল্লাহ তাআলা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযকে বান্দার উপর ফরয করে দিয়েছেন। অতএব যে ব্যক্তি এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মধ্য হতে কোন কিছুকে হালকা বা ছোট মনে করে নষ্ট করবে না বা ছেড়ে দিবে না। বরং উহার হুকুম- আহকামগুলি যথাযথভাবে আদায় করবে। তাহলে এর বিনিময়ে আল্লাহর নিকট তার জন্য এই চুক্তি নির্ধারিত হবে যে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (আবূ দাউদ ও নাসায়ী, হাদীসটি সহীহ)

৮। কিয়ামতের দিন বান্দার তরফ থেকে সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেয়া হবেঃ এ প্রসঙ্গে জনাব রাসূলুল্লাহ

(ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেনঃ

"أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلاَةُ، فَإِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ" (رواه الطبراني وهو حسن)

অর্থঃ কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথমে মুমিন বান্দার নামাযের হিসাব নেওয়া হবে। কাজেই মুমিন বান্দার নামাযের হিসাব সঠিক হলে তার বাকী আমল সমূহের হিসাব ও সঠিক হবে। আর তার নামাযের হিসাব সঠিক না হলে বাকী সমস্ত

আমলের হিসাব সঠিক হবে না। (তাবারানী, হাসান হাদীছ)

৯। মুমিন বান্দার নামায হল জ্যোতি সমতুল্যঃ

এ প্রসঙ্গে জানব রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেনঃ

"الصَّلاَةُ نُورٌ" (رواه مسلم)

অর্থঃ নামায হ'ল বান্দার জন্য জ্যোতি সমতুল্য।

১০। এই নামায হ'ল বান্দাহ এবং রবের মাঝে পরস্পর কথা বলার মাধ্যমঃ এ প্রসঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হাদীসে কুদসীতে বলেছেনঃ

"قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي"..... الحديث (رواه مسلم)

অর্থঃ আমি নামাযকে বান্দাহ এবং আমার মাঝে দুইভাগে ভাগ করে নিয়েছি। আমার বান্দার জন্য উহাই যা সে আমার কাছে চায়। অতএব বান্দাহ যখন বলে, সমস্ত প্রসংশা একমাত্র আল্লাহর জন্য, যিনি সারা বিশ্বের প্রতিপালক। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আমার বান্দা আমার প্রসংশা করল ---- হাদীসের শেষ পর্যন্ত। (মুসলিম)

১১। নামায বান্দাহকে জাহান্নামের আগুন হ'তে নিরাপত্তা দিয়ে থাকেঃ এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ- সাল্লাম) বলেছেনঃ

"لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا يَعْنِى الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ" (رواه مسلم)

অর্থঃ যে ব্যক্তি সূর্য উঠার আগে এবং সূর্য ডুবার আগে অর্থাৎ ফজর ও আছরের নামায যথাযথভাবে আদায় করল- সে কস্মিনকালেও জাহান্নামে প্রবেশ করবে না । (মুসলিম)

**১২। নামায বান্দাহকে কুফর এবং শিরক থেকে নিরাপত্তা দিয়ে থাকেঃ এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেনঃ**

"إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ" (رواه مسلم)

অর্থঃ নিশ্চয়ই একজন মুমিন বান্দাহ এবং শিরক ও কুফরের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টিকারী হলো এই নামায । (মুসলিম)

**জামা'আমের সাথে ফজর ও ইশার নামায আদায় করলে মুনাফিকী থেকে বাঁচা যায়ঃ এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেনঃ**

"لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا" (متفق عليه)

অর্থঃ ফজর এবং ইশার নামায যথাযথভাবে আদায় করা মুনাফিকদের জন্য সবচেয়ে ভারী ও কষ্টকর ব্যাপার। ঐ দুই ওয়াক্ত নামাযের ভিতর কি মহিমা লুকায়িত আছে, তা যদি ঐ মুনাফিকরা জানত? তাহলে তারা প্রয়োজনে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও ঐ ফজর ও ইশার জামা'আতে শরীক হত। (বুখারী ও মুসলিম)

**১৪। জামা'আতের সাথে নামায পড়া রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) এর অভ্যাসঃ**

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি মুসলমান অবস্থায় পরকালীন জীবনে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত লাভ করে আনন্দিত হ'তে চায়- সে যেন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য যখনই মাসজিদে আযান দেওয়া হয় তখনই ঐ সমস্ত নামাযগুলি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করে, আদায় করে। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা নাবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম ) -কে সুনানুল হুদা অর্থাৎ হিদায়াতের পথ ও পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন। আর এসমস্ত সালাত হলো হিদায়াতের পথসমূহের অন্যতম । যে সমস্ত মানুষেরা নামাযে জামা'আতে শরীক না হয়ে নিজেদের বাড়িতে নামায পড়ে, তোমরাও যদি তাদের মত জামা'আতে শরীক না হয়ে তোমাদের ঘরেই নাময পড়! তাহলে তোমরা তোমাদের নাবীর সুন্নাতকে পরিত্যাগ করলে! আর

তোমরা যদি তোমাদের নাবীর সুন্নাতকে পরিত্যাগ কর, তাহলে নিঃসন্দেহে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে। আর যে ব্যক্তি খুব সুন্দরভাবে পবিত্রতা অর্জন করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করার জন্য মাসজিদের দিকে অগ্রসর হলো- আল্লাহ্ তা'আলা ঐ ব্যক্তির জন্য প্রতিকদমের বা প্রতিধাপের বিনিময়ে একটা করে নেকী দান করবেন, একটা মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন এবং একটা করে গুনাহ্ মাফ করে দিবেন। এরপর হাদীছের বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, আমি বিশেষভাবে আমাদের মাঝে লক্ষ্য করেছি যে, আমাদের মধ্য হতে যারা মুনাফিক হিসাবে পরিচিত ছিল, শুধুমাত্র তারাই নামাযের জামা'আত হতে পিছিয়ে থাকত।

## নামাযের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণঃ (الإستعداد للصلاة)

হে মুসলিম ভাই!

১। আপনি আযান শুনার পরেই দেরী না করে তাড়াতাড়ি মাসজিদে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করুন।

২। আপনি যে সমস্ত কাজে মাশগুল আছেন, আযান শুনার পরেই সে সমস্ত কাজ ছেড়ে দিন। কেননা আল্লাহ মহান

সকল প্রকার বস্তু ও কাজ হতে।

৩। আপনি সর্বদা পবিত্র অবস্থায় থেকে আল্লাহর ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকুন।

৪। আপনি খুব সুন্দর ও পূর্ণাঙ্গভাবে উজু করুন, নামায পড়ার জন্য খুব বেশী বেশী মাসজিদে যাতায়াত করুন এবং এক ওয়াক্তের নামায পড়ার পরে পরবর্তী নামায পড়ার জন্য অপেক্ষায় থাকুন।

৫। বিনয় ও নম্রতা হ'ল নামাযের প্রাণ, কাজেই বিনয় ও নম্রতা সহকারে নামায পড়ুন।

৬। নামায চলা অবস্থায় ইমাম সাহেব কুরআন মাজিদ হ'তে যে সমস্ত আয়াত পাঠ করেন। সে সমস্ত আয়াতের মর্মার্থ বুঝবার ও অনুধাবন করার চেষ্টা করুন।

৭। নামাযে রত অবস্থায় এদিক সেদিক তাকানো হ'তে বিরত

থাকুন। যেমন ডানে, বামে, আকাশের দিকে, ঘড়ির দিকে

তাকানো ইত্যাদি এবং অনর্থক শরীরের পোশাক-পরিচ্ছদ ঠিকঠাক করা বা নাড়াচাড়া করা হ'তে বিরত থাকুন। কেননা এ সমস্ত কাজ নামাযের খুশু-খুযূ (একাগ্রতা) নষ্ট করে দেয়।

৮। রাতে ইশার নামাযের পরেই বিশেষ কোন প্রয়োজন ছাড়া পবিত্র অবস্থায় তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ুন, যাতে করে অতিসহজেই ফজরের জন্য ঘুম থেকে উঠতে পারেন।

৯। আপনি নফল নামাযগুলি, আর বিশেষ করে বিতরের নামায যথাযথভাবে আদায় করুন। আর অন্তত দুই রাকা'আত করে হ'লেও রাত্রে তাহাজ্জুদ নামায পড়ুন।

১০। সর্বদা প্রথম কাতারে নামায পড়ার জন্য আপনি সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করুন, আর নামাযের পরে নির্দ্ধারিত যিকির-আযকার, দু'আ-দরূদগুলি ঠিকমত না পড়ে মাসজিদ হ'তে বের হবেন না।

## উযূ, গোসল ও নামায (اَلْوُضُوْءُ وَالْغُسْلُ وَالصَّلَاةُ)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المتقين
وسيد الخلق اجمعين، نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، اما بعد:

সমস্ত প্রসংশা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি সারা বিশ্বের প্রতিপালক। অতঃপর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) এর প্রতি, যিনি সর্বশেষ নাবী, মুত্তাকীনদের ইমাম এবং সমস্ত সৃষ্টিজীবের নেতা। এমনিভাবে দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর সমস্ত পরিবার ও পরিজন এবং সমস্ত ছাহাবীদের প্রতি। আল্লাহর প্রসংশা এবং নাবীর প্রতি দরূদ পাঠ করার পরে আল্লাহ তা'আলার প্রতি মুখাপেক্ষী বান্দা শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছলেহ আল -উছাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, "উযূ,গোসল ও নামায সংক্রান্ত বিষয়ে অতিসংক্ষেপে এই পুস্তিকাটি কুরআন ও হাদীছের আলোকে লিখে পাঠকদের খিদমতে পেশ করা হ'ল।"

## উযূর বিবরণ (الوضوء)

উযূ: ইহা অপরিহার্য পবিত্রতা অর্জন করার অন্যতম একটি মাধ্যম। যার দ্বারা ছোট ছোট নাপাকী যেমন- পেশাব, পায়খানা, বায়ূ বের হওয়া , গভীর নিদ্রা যাওয়া ও উটের গোশত খাওয়া ইত্যাদি কাজ থেকে পবিত্রতা অর্জন করা যায়।

## উযূর পদ্ধতিঃ (كيفية الوضوء)

১। প্রথমে মনে মনে নিয়্যত করবে। মুখে উচ্চারণ করে নিয়্যত পড়ার কোন প্রয়োজন নেই । কেননা নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উযূ করার প্রথমে, নামায শুরু করার প্রথমে এমনিভাবে অন্যান্য ইবাদত শুরু করার প্রথমে মুখে উচ্চারণ করে কখনোই নিয়্যত পড়েননি। আর মানুষ কোন মুহূর্তে কোন বিষয়ে মনে মনে কি সংকল্প করে, মহান আল্লাহ তা'আলা তা সব কিছুই জানেন। সেহেতু মানুষের অন্তরের ভিতরকার বিষয়সমূহ জোরে জোরে মুখে উচ্চারণ করে আল্লাহকে শুনানোর কোন প্রয়োজন নেই।

২। অতঃপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে অর্থাৎ বিসমিল্লাহ বলে উযূ শুরু করবে।

৩। এরপর দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করবে।

৪। এরপর মুখের ভিতর তিনবার পানি ঢুকিয়ে তিনবার কুলি করবে, এমনিভাবে নাকের দুই ছিদ্রের ভিতর তিনবার পানি ঢুকিয়ে দিয়ে ভাল করে নাক ঝেড়ে ফেলবে।

৫। এরপর পুরো মুখমন্ডল তিনবার ভাল করে ধৌত করবে। মুখমন্ডলের সীমা হলো - প্রস্তে এক কানের লতি হ'তে দ্বিতীয় কানের লতি পর্যন্ত, আর দৈর্ঘে উপরে মাথার চুলের গোড়া হ'তে চিবুকের নিচাংশ পর্যন্ত।

৬। অতঃপর দুই হাতের আঙ্গুল সমূহের মাথা হ'তে দুই কনুই পর্যন্ত তিনবার ভাল করে ধৌত করবে। আর ধৌত করার সময় প্রথমে ডান হাত এবং পরে বাম হাত ধৌত করবে।

৭। এরপর পুরো মাথা মাত্র একবার মাসাহ করবে। মাথা মাসাহ করার নিয়ম হলো - প্রথমে দুই হাত পানি দিয়ে ভিজিয়ে নিবে, এরপর দুই হাতের আঙ্গুলগুলি মাথার সম্মুখে চুলের গোড়ার উপরে রেখে পরে চুলের উপর ঘেষে নিয়ে একেবারে মাথার পিছন-দিকে চুলের গোড়ার উপর রেখে, পরে এমনি ভাবে দুই হাত মাথার পিছন হ'তে পুনরায় চুলের উপর দিয়ে ঘেষে নিয়ে মাথার সম্মুখভাগের চুলের গোড়া পর্যন্ত নিয়ে যাবে।

৮। এরপর দুই কান মাত্র একবার মাসাহ করবে।

কান মাসাহ করার নিয়ম হলোঃ প্রথমে দুই আঙ্গুলি পানি দ্বারা ভিজিয়ে নিবে, এরপর দুই হাতের দুই শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা দুই

কানের ভিতরের অংশ এবং দুই হাতের দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা কানের বাহিরের অংশ মাসাহ করবে।

৯। এরপর দুই পায়ের আঙ্গুলগুলির মাথা হ'তে টাখনু পর্যন্ত ভাল করে তিনবার ধৌত করবে। প্রথমে ডান পা পরে বাম পা ধৌত করবে।

## গোসলের বিবরণ (الْغُسْلُ)

গোসলঃ ইহা অপরিহার্য পবিত্রতা অর্জন করার অন্যতম একটি মাধ্যম। যার দ্বারা হায়েয ও জানাবাত এ ধরনের বড় নাপাকী হ'তে পবিত্রতা অর্জন করা যায়।

## গোসল করার পদ্ধতিঃ (كَيْفِيَّةُ الْغُسْلِ)

১। গোসল করার জন্য মনে মনে নিয়্যত করবে। মুখে উচ্চারণ করে নিয়্যত পড়ার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ ইহা বিদ'আত।

২। এরপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে বলবে "বিসমিল্লাহ।"

৩। এরপর পূর্ণভাবে উযূ করবে। তবে দুই পা সর্বশেষে অর্থাৎ গোসলের কাজ সমাধা কারার পরে ধৌত করবে।

৪। এরপর মাথার উপর পানি ঢালবে, অত:পর পুরো মাথা যখন পানিতে ভিজে যাবে, তখন মাথার উপর কমপক্ষে আরো তিনবার পানি ঢালবে।

৫। এরপর সমস্ত শরীর ভাল করে ধৌত করবে।

## তায়াম্মুমের বিবরন ঃ (التيمم)

তায়াম্মুমঃ তায়াম্মুম অপরিহার্য পবিত্রতা অর্জনের তৃতীয় মাধ্যম। যা উযূ ও গোসলের পরিবর্তে পবিত্র মাটির দ্বারা সম্পাদন করা হয়। উযূ ও গোসলের জন্য যখন পানি পাওয়া যাবে না অথবা পানি থাকা সত্ত্বেও পানি ব্যবহারে যখন অক্ষম হবে শুধুমাত্র তখনই তায়াম্মুমের দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা বৈধ হবে।

## তায়াম্মুম করার পদ্ধতিঃ (كيفية التيمم)

উযূ অথবা গোসল যখন যার পরিবর্তে তায়াম্মুম করবে তখন সে অনুযায়ী নিয়্যত করবে। অর্থাৎ তায়াম্মুম যদি উযূর

পরিবর্তে হয়, তাহলে প্রথমেই তার নিয়ত করবে, আর যদি গোসলের পরিবর্তে হয় তাহলে প্রথমেই তার নিয়্যত করবে।

## নামাযে অপছন্দনীয় কার্যাবলী

(أشياء مكروهة في الصلاة)

১। নামাযে মাথা এবং চক্ষুকে এদিক -ওদিক ফিরানো নিষেধ এবং উপরে আকাশের দিকে তাকানো পরিস্কার হারাম।

২। নামাযের ভিতরে বিনা প্রয়োজনে নড়া-চড়া করা এবং অনর্থক কোন কাজ করা নিষেধ।

৩। নামাযের ভিতর অনর্থক কোন ভারী জিনিষ সঙ্গে রাখা, এমন ধরনের কোন রঙ্গীন কাপড়- চোপড় পরিধান করা এবং এমন রঙ্গীন জায়নামায বা নামাযের পাটিতে নামায পড়া, যার ফলে চক্ষু বা দৃষ্টি বার বার ঐ রংবেরঙের কাপড়ের দিকে ধাবিত হয়। নামাযের ভিতর এসবই নিষিদ্ধকাজ।

৪। নামাযের ভিতরে বা বাহিরে উভয় অবস্থায় দুই পার্শে কোমারের উপর দুই হাত রেখে দাড়ানো নিষেধ।

## নামায ভঙ্গকারী বস্তুসমূহঃ ( أشياء مبطلة للصلاة)

১। ইচ্ছাকৃতভাবে নামাযের ভিতর কথা বললে নামায নষ্ট হয়ে যায়, যদিও কথার পরিমাণ কম হোক না কেন।

২। সমস্ত শরীর সহকারে ক্বিবলার দিক থেকে ডানে বামে মুখ ফিরালে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

৩। পিছনের রাস্তা দিয়ে বাতাস বের হলে এবং আর যে সমস্ত কারণ দেখা দিলে উযূ ও গোসল করা ওয়াজিব হয়- সে সমস্ত কারণ দেখা দিলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

৪। বিনা প্রয়োজনে একাধিকবার নড়াচড়া করলে নামায নষ্ট হয়ে যায়।

৫। নামাযের ভিতর হাসলে নামায নষ্ট হযে যায়, যদিও হাসির পরিমান কম হোক না কেন।

৬। নামাযের ভিতর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে রুকু, সিজদা, দাড়ানো ও বসা এ সমস্ত কাজের মধ্য হতে কোন একটি বেশী করা হয়, তাহলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

৭। নামাযের ভিতর ইচ্ছাকৃতভাবে ইমাম সাহেবের আগে আগে রুকু, সিজদা, উঠা-বসা, তাকবীরে তাহরীমা বলা,ও সালাম ফিরানো। এ সমস্ত কাজের মধ্য হতে কোন একটি করলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

## নামাযে সাহু সিজদার কতিপয় বিধানঃ

(من احكام سجود السهو في الصلاة)

১। যখন কোন নামাযী ব্যক্তি তার নামাযের ভিতর ভুল করল, যেমন সে নামাযের ভিতর হয়ত রুকু, সিজদা, দাড়ানো ও বসা এগুলির মধ্য হতে কোন একটি অতিরিক্ত করে ফেলল , তাহলে প্রথমে সে নামাযের জন্য দুই দিকে সালাম ফিরাবে এরপর ভুলের জন্য দুই সিজদা করে পুনরায় দুই দিকে সালাম ফিরাবে।

উদাহরণঃ কোন ব্যক্তি যোহরের নামায পড়তে যেয়ে ভুল করে পঞ্চম রাকাআতের জন্য দাড়িয়ে গেল। অতঃপর এ ভুলের কথা তার স্মরণ হ'ল অথবা কেউ স্মরণ করিয়ে দিল, তখন সে তাকবীর ছাড়াই দাড়ানো হ'তে ফিরে যেয়ে বসে পড়বে এবং শেষ বৈঠকের তাশাহুদ, দরূদ শরীফ ও দু'আ মাছুরা এ সমস্ত পড়ে দুই দিকে সালাম ফিরাবে। অতঃপর ভুলের জন্য সিজদা দিয়ে পুনরায় সালাম ফিরাবে। এমনি ভাবে নামায হতে ফারেগ হওয়ার পরে যদি তার ভুল বুঝতে পারে তাহলে প্রথমে সে তার ভুলের জন্য দুই সিজদা দিয়ে পরে সালাম ফিরাবে।

২। যখন কোন নামাযী তার নামায শেষ করার আগেই ভুল করে সালাম ফিরিয়ে দিবে, অতঃপর অল্প সময়ের ভিতর তার এ ভুলের কথা সে নিজেই স্মরণ করল অথবা অন্য কেউ তাকে স্মরণ করিয়ে দিল, এমতাবস্থায় সে তার আদায়কৃত প্রথম নামাযের উপর হিসাব করে বাকী নামায পূর্ণ করে নিবে। অতঃপর সালাম ফিরাবে। এরপর নামাযে ভুলের জন্য দুই সিজদা দিয়ে পরে সালাম ফিরাবে।

উদাহরণঃ কোন ব্যক্তি যোহরের নামায পড়তে যেয়ে ভুল করে চতুর্থ রাকা'আত না পড়ে তৃতীয় রাকা'আত পড়েই সালাম ফিরিয়ে দিয়েছে। অতঃপর যখন তার এ ভুলের কথা স্মরণ হবে অথবা কেউ তাকে স্মরণ করিয়ে দিলে তখন সে এসে চতুর্থ রাকা'আত পূর্ণ করে দুই দিকে সালাম ফিরাবে। অতঃপর সে ভুলের জন্য দুই সিজদা দিয়ে পুনরায় দুই দিকে সালাম ফিরাবে। আর যদি নামায শেষ করার অনেক পরে তার এ ভুলের কথা

স্মরণ হয় , তহলে সে ঐ নামায প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পুনরায় পড়ে নিবে।

৩। যদি কোন নামযী ব্যক্তি ভুল করে নামাযে প্রথম তাশাহ্হুদ অথবা নামাযের ওয়াজিব বিষয়াবলীর মধ্য হতে কোন একটি ছেড়ে দেয় তাহলে সে তার ভুলের জন্য সালাম ফিরানোর পূর্বেই দুটি সিজদা দিয়ে দিবে, এ ব্যাপারে তার আর কিছু করতে হবে না। তবে শর্ত হ'ল ঐ নামাযী ব্যক্তি যদি তার ঐ নামাযের স্থান পরিত্যাগ করার আগেই ঐ ভুলের কথা স্মরণ হয়- তাহলে সে সালাম ফিরানোর আগেই ভুলের জন্য দুই সিজদা করে নিলে হয়ে যাবে। তার আর কিছুই করতে হবে না। আর যদি ঐ নামাযের স্থান পরিত্যাগ করার পরে এবং নিম্ন বর্ণিত অবস্থার পুবেই ঐ নামাযী ব্যক্তির উক্ত ভুলের কথা স্মরণ হয় তাহলে পূর্বের ন্যায় সালাম ফিরানোর আগেই ভুলের জন্য দুটি সিজদা দিতে হবে।

উদাহরণঃ যখন কোন নামাযী ব্যক্তি ভুলবশত: তার নামাযের প্রথম তাশাহ্হুদ ছেড়ে দিয়ে তৃতীয় রাকাআতের জন্য পূর্ণভাবে দাড়িয়ে যাবে- তখন সে তাশাহ্হুদ পড়ার উদ্দেশ্যে দাড়ানো থেকে বসার দিকে ফিরে আসবে না। বরং এজন্য সে সালাম ফিরানোর পূর্বে ভুলের জন্য দুই সিজদা দিবে। আর যদি অবস্থা এমনটি হয় যে ঐ নামাযী ব্যক্তি তাশাহ্হুদ পড়ার জন্য বসেছিল, কিন্তু সে তাশাহ্হুদ পড়তে ভুলে গিয়েছে।

অতঃপর এই ভুলের কথা তার দাড়ানোর পূর্বেই স্মরণ হয়েছে- তাহলে এমতাবস্থায় সে তাশাহ্হুদ পড়ে নামায পূর্ণ করে নিবে, এ ব্যাপারে তাকে আর কিছু করতে হবে না। এমনিভাবে ঐ নামাযী ব্যক্তি যদি ভুল করে তাশাহ্হুদ ছেড়ে দিয়ে দাড়িয়ে যায় এবং না বসে আর যদি তার পূর্ণভাবে দাঁড়ানোর পূর্বেই এ ভুলের কথা স্মরণ হয়, তাহলে সে দাঁড়ানো হ'তে বসার দিকে ফিরে গিয়ে তাশাহ্হুদ পড়ে নামায পূর্ণ করে নিবে। তবে উলামাগণ উল্লেখ করেছেন যে, ঐ ব্যক্তি ভুলের জন্য দুই সিজদা দিবে, কেননা সে নামাযের ভিতর অতিরিক্ত কিছু করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিল। সঠিক ব্যাপার একমাত্র আল্লাহই ভাল জানেন।

৪। যখন কোন নামাযী ব্যক্তি তার নামাযের ভিতর রাকা'আতের সংখ্যায় সন্দেহপোষণ করবে- যেমন সে এক রাকা'আত না দুই রাকাআত নামায পড়েছে। অথবা দুই রাকাআত না তিন রাকা'আত নামায পড়েছে? কোনটাই স্থির করতে পারছে না।

এমতাবস্তায় সে কমের উপর দৃঢ় বিশ্বাস করে নামায পূর্ণ করে নিবে। এরপর সালাম ফিরানোর পূর্বেই ভুলের জন্য দুইটি সিজদা দিয়ে পরে সালাম ফিরাবে।

উদাহরণঃ কোন নামাযী ব্যক্তি যোহরের নামায পড়তে যেয়ে সন্দেহের ভিতর পড়ে গেল যে, সে কি দ্বিতীয় রাকাআত পড়েছে না তৃতীয় রাকাআত? কোনটাই তার কাছে স্পষ্ট হচ্ছে না। এমতাবস্থায় সে দ্বিতীয় রাকা'আত ধরে নিয়ে তার বাকী নামায পূর্ণ করবে। অতঃপর সালাম ফিরানোর পূর্বেই ভুলের জন্য দুই সিজদা দিয়ে পরে সালাম ফিরাবে।

৫। যখন কোন নামাযী ব্যক্তি তার নামাযের ভিতর সন্দেহ পোষণ করল যে, সে কি দুই রাকা'আত নামায পড়েছে না তিন রাকা'আত? তখন এই দুইটি সংখ্যার মধ্য হতে যে সংখ্যাটি তার নিকট প্রাধান্য লাভ করবে- সেই সংখ্যার উপর ভিত্তি করে বাকী নামায পূর্ণ করে নিবে, চাই ঐ প্রাধান্য প্রাপ্ত সংখ্যাটি কম হোক অথবা বেশী। এরপর দুইদিকে সালাম ফিরানোর পরে ভুলের জন্য দুই সিজদা দিয়ে পুনরায় দুইদিকে সালাম ফিরাবে।

উদাহরণঃ যখন কোন নামাযী ব্যক্তি যোহরের নামায পড়তে যেয়ে দুই রাকাআত পড়ার পর সন্দেহের ভিতর পড়ে গেল যে, এটা কি তার দ্বিতীয় রাকা'আত, না তৃতীয় রাকা'আত নামায? এরপর এটা তার ধারনায় তৃতীয় রাকাআত হিসাবে প্রাধান্য পেল। এমতাবস্থায় সে উহাকে তৃতীয় রাকাআত গন্য করে বাকী নামায পূর্ণ করে দুইদিকে সালাম ফিরাবে। অতঃপর ভুলের জন্য দুই সিজদা দিয়ে পুণরায় দুই দিকে সালাম ফিরাবে।

আর নামাযী ব্যক্তি নামায থেকে ফারিগ হওয়ার পরে যদি এ ধরণের সন্দেহের ভিতর পতিত হয়, তাহলে একান্ত পক্ষে দৃঢ় বিশ্বাস ছাড়া ঐ সন্দেহের দিকে লক্ষ্য করবে না। আর যদি কেহ নামাযের ভিতর এ ধরণের অধিক সন্দেহের মধ্যে পতিত হয়, তাহলে সে এ সমস্ত সন্দেহের প্রতি লক্ষ্য করবে না। কারণ নামাযের ভিতর অধিকাংশ সন্দেহ শয়তানের প্ররোচনার কারণে হয়ে থাকে।

والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين